দৈনিক সংবাদ

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

04 AUG 1989
তারিখ ... ৫ ...
পৃষ্ঠা ...

25

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার, ২০শে শ্রাবণ ১৩৯৬

নকল ধরার পরিণতি

কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষক তিমির বরণ মৃধা চাকরিস্থল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। ইন্সটিটিউটে প্রবেশ করতে তিনি সাহস পাচ্ছেন না। সুতরাং এক অর্থে তিনি চাকরি হারালেন।

পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষ তাকে তাড়াননি। তাকে তাড়িয়েছে নকলবাজ ছাত্ররা। তার অপরাধ হল পরীক্ষার্থী দু'জন ছাত্রের নকল ধরেছেন তিনি। গত ২রা জুলাই পরীক্ষার হলে গার্ড দেয়ার সময় দু'জন ছাত্রকে নকল করতে বাধা দেন শিক্ষক তিমির বরণ মৃধা। হলের মধ্যেই এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উক্ত ছাত্ররা তাকে অপমান করে।

কিন্তু এখানেই ঘটনার শেষ নয়। পরবর্তী সময়ে শিক্ষক মেসে ৫০/৬০ জন ছাত্র যায় উক্ত ইন্সটিটিউটের ভিপি'র নেতৃত্বে। তারা উক্ত শিক্ষককে জীবননাশের হুমকি দেয়। প্রাণের ভয়ে তিনি উক্ত ইন্সটিটিউট থেকে চলে যেতে বাধ্য হন। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ কয়েকজন শিক্ষকের সহায়তায় তাকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের জীপ গাড়ীতে করে ঝিনাইদহ পর্যন্ত পৌছে দেন।

আজ একমাস যাবৎ শিক্ষক তিমির বরণ মৃধা খুলনার পথে পথে ঘুরছেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তিনি ঘটনা লিখে জানিয়েছেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

নকল ধরার জন্য একজন শিক্ষক তার রুজি-রোজগার হারাতে বসেছেন। ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষকরা কেন তার পাশে দাঁড়াননি? উচ্ছৃঙ্খল ও অপরাধী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা কোথায় তা খবরে উঠে আসেনি।

আমরা ধরে নেব যে, উক্ত ইন্সটিটিউটের শিক্ষকরা এক অসহায় অবস্থার শিকার। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ঘটনা শুধু লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত শিক্ষক নিজে কেন জানাবেন। ইন্সটিটিউটের শিক্ষকবৃন্দ তথা অধ্যক্ষ বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে প্রতিকার দাবী করেছেন কিনা এবং করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা তাদের জানিয়েছেন কিনা—এ সমস্তই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

সরকার নকল রোধ করার কথা বলেন। সমাজের বিভিন্ন পেশার লোক, বুদ্ধিজীবী, যুব সংগঠন ও ছাত্র সংগঠন নকলের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন এবং নকলবিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য রাজপথে মিছিলও করেন। আর সম্ভবতঃ এ ধরনের আন্দোলনে উৎসাহিত হয়েই একজন শিক্ষক ছাত্রদের নকল করতে বাধা দিয়েছিলেন। এজন্য তাকে অপমানিত হতে হয়েছে। এই অপমানের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না হওয়া কিংবা ঘটনাস্থলে উক্ত শিক্ষককে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে না আসায় ওই ইন্সটিটিউটের ৫০/৬০ জন ছাত্র দল বেধে শিক্ষককে তাড়িয়ে বিজয়ীর বেশে ঘরে ফিরেছে।

ঘটনাটি হয়তো সেদিন তেমন প্রচারিত হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা গত এক মাসে নিশ্চয়ই বিভিন্ন মহলের কানে উঠেছে। কথিত শিক্ষককে নিরাপদে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে তারা কি মনে করেন না?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবশ্যই দায়িত্ব রয়েছে যাতে উক্ত শিক্ষক তার কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারেন এবং সর্বপ্রকার শঙ্কামুক্ত হয়ে শিক্ষাদানকার্যে নিযুক্ত থাকতে পারেন।

নকল প্রতিরোধে আগ্রহী বিভিন্ন গণসংগঠন ও রাজনৈতিক সংগঠন এ যাবৎ বিবৃতি দিয়ে নৈতিক সমর্থন জানিয়ে আসছেন। এখন স্থানীয়ভাবে উক্ত শিক্ষকের পক্ষে তাদের সকলের এগিয়ে আসা কী নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কথাটা তারা ভেবে দেখবেন এবং বিষয়টির একটি যুক্তিসঙ্গত সুরাহা হয় তার জন্য তারাও সচেষ্ট হবেন। বিতাড়িত শিক্ষক কি এটুকু তাদের নিকট থেকে আশা করতে পারেন না?

স্থানীয় প্রশাসনকে কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের উক্ত ঘটনা অবহিত করানো হয়েছিল, না একজন ভীত-সন্ত্রস্ত শিক্ষককে তার বাড়ীতে পৌছে দেয়ার মধ্য দিয়ে ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব শেষ করেছেন, সরকারের তাও তদন্ত করে দেখা দরকার। আর জানালে স্থানীয় প্রশাসন কেন কড়ে আঙ্গুলটিও নাড়েনি, তার জবাব সরকারকেই দিতে হবে।

আমরা অবিলম্বে উক্ত শিক্ষককে সসম্মানে কর্মস্থলে স্বপদে বহাল এবং হুমকিদানকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে বলি। একই সঙ্গে উক্ত ইন্সটিটিউটের ভিপি বলে কথিত ছাত্রনেতা এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানাই।